দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 12 1999
পৃঃ ১২ কলাম ৫

সমস্যার আবর্তে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ জেলার সর্ববৃহৎ শিক্ষা কেন্দ্র ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের সেই ঐতিহ্য আর নাই। ছাত্র-ছাত্রী সংকট, শিক্ষকের স্বল্পতাসহ সকল ক্ষেত্রেই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। গত বৎসর হইতে এই কলেজে অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু মূল সমস্যা দূর হয় নাই। ১৯৫৯ সালে বিডি কলেজ নামে স্থাপিত এই কলেজটিতে উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুব কম। সবাই ভর্তি হইয়াছে গ্রামের কলেজে। গত বৎসর প্রথম বর্ষ বাণিজ্য বিভাগে এই সরকারী কলেজে মাত্র ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। ইহার পূর্বের বৎসর ভর্তি হয় মাত্র ১৮ জন। মানবিক বিভাগে পর পর দুই বৎসর ভর্তি হইয়াছে ৭৮ জন করিয়া ছাত্র-ছাত্রী। গ্রামের অনেক কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু না হওয়ায় এখানে বিজ্ঞান বিভাগে তুলনামূলকভাবে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৯ ও ১৬৮ জন। বি,কম-এর অবস্থা আরও করুন। এখানে মাত্র ১৫ জন ভর্তি হইয়াছে। ইহার আগের বৎসর ভর্তি হয় মাত্র ১৭ জন। গ্রামের কলেজগুলিতে এই সংখ্যা হাজার হাজার। সরকারী কলেলের ভর্তি ফি, বেতন ও পরীক্ষার ফি কম বলিয়া কিছু গরীব ছাত্র-ছাত্রী এই সরকারী কলেজে ভর্তি হইয়াছে।

গত বৎসর অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স খোলা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় ২০৯ জন। এইবার আরও ৬টি বিষয়ে অনার্স খোলা হইয়াছে। বিষয়গুলি হইল: বাংলা, ইংরাজি, ইসলামের ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা। মোট ১০ বিষয়ে এইবার ভর্তি হইয়াছে ৪৮৭ জন। সমগ্র কলেজে এখন মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৭১ জন। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৫৬০ জন। অনার্স ১০টি বিষয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি পদের মধ্যে ৮টি পদই শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য ৩টি এবং প্রভাষকের পদ শূন্য ২টি। মোট ৫৮টি পদের মধ্যে ২১ জন শিক্ষক নাই। পূর্বের শিক্ষক দিয়াই অনার্সের ক্লাস চালান হইতেছে। ইংরাজী, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিভাগে মাত্র দুইজন করিয়া শিক্ষক আছেন। ইসলামের ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান, গণিত ও মনো বিজ্ঞানে ১জন করিয়া শিক্ষকের পদ শূন্য। ২ জন লাইব্রেরীয়ানের পদের মধ্যে ১ জন নাই।

ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে কোন লাইব্রেরী ভবন নাই। একটি ক্লাসরুমকে লাইব্রেরী হিসাবে চালান হইতেছে। এখানে ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ের বিজ্ঞান এবেষণাগার নাই। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি পুরাতন গবেষণাগারে কোন রকমে বি, এস-সি প্রাকটিকাল ক্লাস চালানো হয়। এখানে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয় নাই। কলেজের কোন সীমানা প্রাচীর না থাকায় ইতিমধ্যেই অনেক জমি বেহাত হইয়া গিয়াছে। এই কলেজের কোন অডিটরিয়াম ও প্রশাসনিক ভবন নাই।